A1 series

ভাষা জননী

class VI

Scanned with CamScanner

অধ্যায় ৫

পদের শ্রেণিবিভাগ

একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে বক্তা তার মনের ভাব প্রকাশ করে। বাক্য গঠন করতে হলে তাদের এমনভাবে গুছিয়ে বলতে হয় যাতে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। **আমি কারমেল স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি।** বাক্যটিতে আছে মোট ৬টি শব্দ। ১. আমি, ২. কারমেল, ৩. স্কুলে, ৪. ষষ্ঠ, ৫. শ্রেণিতে, ৬. পড়ি। ওই ৬টি শব্দকে বলা হয় পদ।

তোমরা আগের অধ্যায়েই জেনেছ যে, **শব্দমাত্রই পদ হয় না, কিন্তু পদ মাত্রই শব্দ।**

সেই শব্দকেই পদ বলা হয়, যে শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এটাও জেনে রাখো, বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির সঙ্গে কিছু অর্থহীন চিহ্ন যুক্ত হতেই হবে। এই অর্থহীন চিহ্নগুলিকে ব্যাকরণে বলা হয় **বিভক্তি**। সুতরাং বাক্যে ব্যবহৃত অর্থপূর্ণ ও বিভক্তিযুক্ত প্রতিটি শব্দকে বলে **পদ**।

পদ প্রধানত দুই প্রকার— **১. নামপদ ও ২. ক্রিয়াপদ।**

✦ **নামপদ : শব্দের সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত হলে তাকে বলে নামপদ।**

নাম পদকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—১. বিশেষ্য, ২. বিশেষণ, ৩. সর্বনাম ও ৪. অব্যয়।

সুতরাং পদ মোট পাঁচ প্রকার।

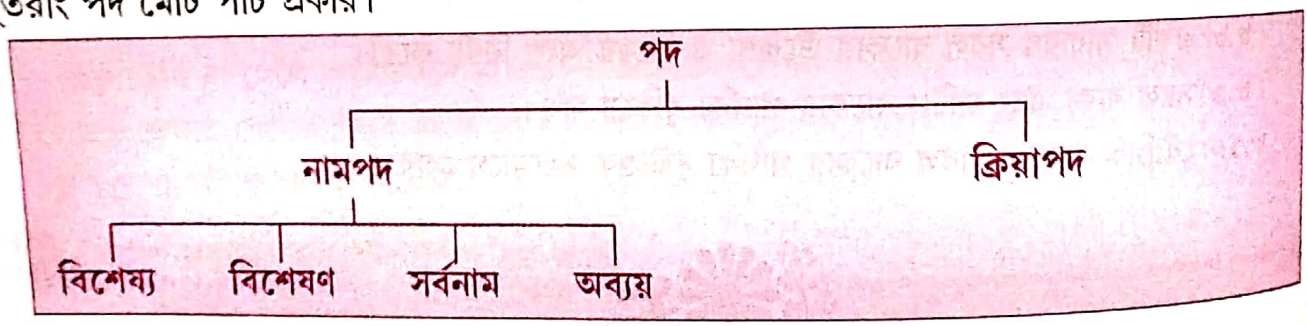

✦ **ক্রিয়াপদ : ধাতুর সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।**

ক্রিয়াপদের মূল রূপকে বলে **ধাতু**। যেমন—'সে ভাত খায়' বাক্যে ক্রিয়াপদ হল **'খায়'**। খায় ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে 'খা' ধাতুর সঙ্গে 'য়' বিভক্তি যোগ করে। এইভাবে আরও কয়েকটি বাক্য দেখো—

আমি বই পড়ি। তারা বল **খেলে**। জাহাজ জলে **চলে**। বাক্যগুলির ক্রিয়াপদ হল যথাক্রমে—'পড়ি',

Scanned with CamScanner

'খেলে', 'চলে' ইত্যাদি। ক্রিয়াপদগুলির বিশ্লেষণ হল—পড় + ই, খেল্ + এ, চল্ + এ। সুতরাং ওই ক্রিয়াপদগুলির ধাতু হল পড়, খেল্, চল্।

বিশেষ্য পদ

যে পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, গুণ, জাতি, বা ক্রিয়ার নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে।

বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ : বিশেষ্য পদকে ৭ ভাগে ভাগ করা হয়—

১. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য, ২. বস্তুবাচক বিশেষ্য, ৩. জাতিবাচক বিশেষ্য, ৪. গুণবাচক বা ভাববাচক বিশেষ্য,৫. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য, ৬. অবস্থাবাচক বিশেষ্য এবং ৭. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।

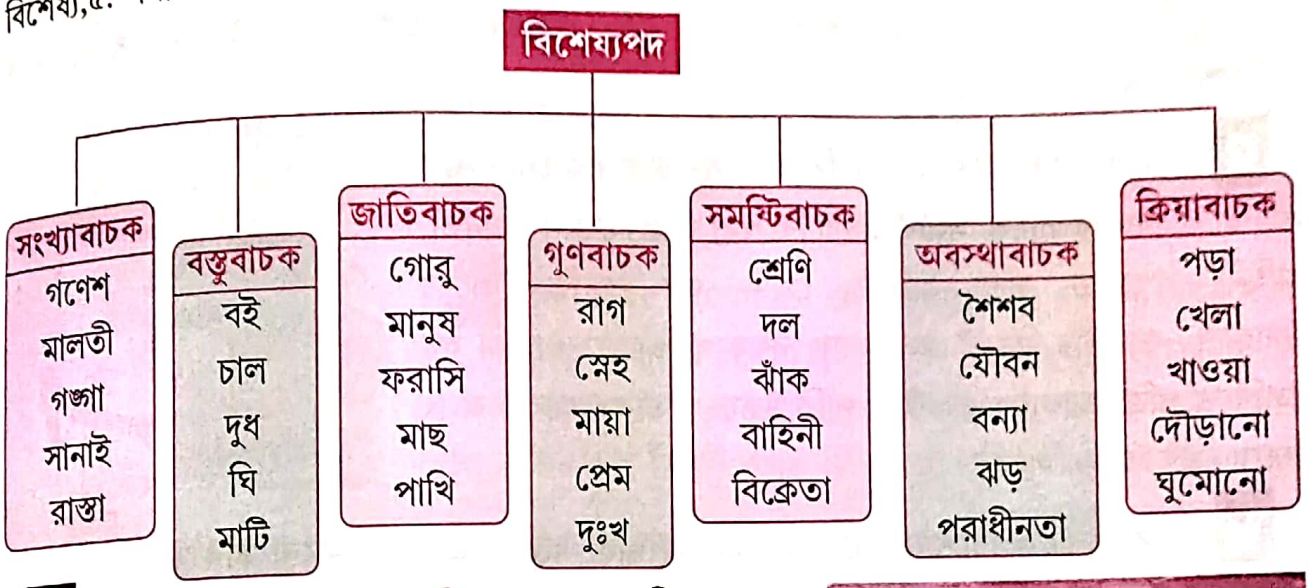

১ সংজ্ঞাবাচক বা নামবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ কোনো প্রাণী বা অপ্রাণীবাচক কিছুর নাম বোঝায় তাকেই সংজ্ঞাবাচক বা নামবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন—রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দিল্লি, তাজমহল, গঙ্গা, হিমালয়, বাইবেল, কোরান, ফুল, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। বাক্যে উদাহরণ— **কলকাতায়** পাতালরেল চলে। **সুমন্তবাবু** ব্যাবসা করেন। **গঙ্গা** ভারতের দীর্ঘতম নদী।

২ বস্তুবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো বস্তুর নাম বোঝায় তাকে বস্তুবাচক বিশেষ্য বলে। তবে বস্তুবাচক বিশেষ্য দ্বারা কেবলমাত্র বস্তুকেই বোঝায় যার পরিমাপ করা হয়, কিন্তু সংখ্যা বোঝায় না। যেমন—মাটি, ভাত, কাঠ, সোনা, রূপা, তামা, জল, চিনি, কাগজ, কলম, আকাশ, পৃথিবী, তেল, দুধ ইত্যাদি। বাক্যে উদাহরণ—কোনো জীব বা উদ্ভিদ **বাতাস** ছাড়া বাঁচতে পারে না। সকলেই আমরা **ফুল** ভালোবাসি। **সোনা** মূল্যবান ধাতু।

Scanned with CamScanner

৩ জাতিবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা এক জাতীয় সব প্রাণী বা বস্তুকে বোঝায় তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন—মানুষ, পশু, পাখি, হিন্দু, মুসলমান, বাঙালি, বৌদ্ধ, বৃক্ষ, পার্বতিক, নেপালি, খ্রিস্টান ইত্যাদি। বাক্যে উদাহরণ—আমরা ভারতীয়। কুকুর প্রভুভক্ত প্রাণী। নেপালিরা ভীষণ সাহসী। মানুষ মননশীল।

৪ গুণবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দোষ, গুণ, অবস্থা ও ভাবের নাম বোঝায় তাকে গুণবাচক বিশেষ্য পদ বলে। যেমন—বিদ্যা, শিষ্টাচার, মহত্ত্ব, রোগ, কষ্ট, শোক, শ্রদ্ধা, নম্রতা, সাধুতা, দয়া, সততা ইত্যাদি। বাক্যে উদাহরণ—কাউকে ঘৃণা করতে নেই। গুরুজনদের শ্রদ্ধা করবে। জীবনে সুখ আর দুঃখ থাকবেই।

৫ সমষ্টিবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো কিছুর সমষ্টিকে বোঝায় তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন—জনতা, বাহিনী, সম্প্রদায়, সভা, সমিতি, শ্রেণি, দল প্রভৃতি। বাক্যে উদাহরণ—ভারতীয় ক্রিকেট দল এবার বিশ্বকাপ জিতেছে। আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। আকাশে এক ঝাঁক পাখি উড়ছে। 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

৬ অবস্থাবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা বস্তু বা প্রাণীর কোনো ভাব বা অবস্থার নাম বোঝায়, তাকে অবস্থাবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন—যৌবন, শৈশব, বার্ধক্য, স্বাধীনতা ইত্যাদি। বাক্যে উদাহরণ—বাল্যকালে বিবেকানন্দ ছিলেন দুরন্ত প্রকৃতির। বার্ধক্যে মানুষকে নানারকম রোগ গ্রাস করে। যৌবন চিরস্থায়ী নয়। কেউ পরাধীনতা মানতে পারে না।

৭ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো কাজের নাম বোঝায় তাকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন—গমন, পঠন, লিখন, দর্শন, ভোজন, শয়ন ইত্যাদি। বাক্যে উদাহরণ—প্রতিদিন সাঁতার দিলে শরীর ভালো থাকে। সকলের জীবনেই হাসিকান্না আছে। তারাপীঠে মায়ের দর্শন করে এলাম। অধিক রাত্রে শয়ন করা উচিত নয়।

বিশেষণ পদ

যে পদ দ্বারা কোনো বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়াপদ বা অন্য কোনো পদের গুণ, পরিমাণ, অবস্থা, সংজ্ঞা, ধর্ম ইত্যাদি বোঝানো হয় তাকেই বিশেষণ পদ বলে।

✦ **বিশেষণ পদের শ্রেণিবিভাগ :** বিশেষণ পদকে ৬ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(১) বিশেষ্যের

Scanned with CamScanner